ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 147 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪৭ ● কলকাতা ● ১৭ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● সোমবার ● ০১ জুন ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ, অভিষেককে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোনারপুরে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনার পর তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আগে তাঁর জেড প্লাস নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হলেও এবার তাঁকে এক্স ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হবে। ফলে আগের তুলনায় আরও বেশি নিরাপত্তারক্ষী তাঁর সঙ্গে থাকবেন।

অন্যদিকে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের অভিযোগ, অভিষেকের নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়ার সুযোগ নিয়েই এই হামলা হয়েছে। তাঁর মতে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। এই ঘটনার পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। এখন থেকে তিনি এক্স ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পাবেন এবং তাঁর সঙ্গে সবসময় তিনজন নিরাপত্তারক্ষী থাকবেন।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার থেকে এক্স ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হবে। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে দু'জন নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও নতুন ব্যবস্থায় সেই সংখ্যা বেড়ে তিন হবে। তৃণমূল সরকারের সময় অভিষেক জেড প্লাস নিরাপত্তা পেতেন। বিভিন্ন জেলা সফরে তাঁর কনভয়ে থাকা গাড়ির সংখ্যা এবং নিরাপত্তার বহর নিয়ে বিরোধীরা একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছিল।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী সাংসদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। সেই পর্যালোচনার পরই অভিষেকের জেড প্লাস নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনে থাকা পুলিশি

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 306

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর আমি চলতে পারছি না। আর চলা সম্ভব নয়, মা আমাকে কোলে নিয়ে নাও।" ঠিক সেইভাবে "আপনি কি বলছেন, আমার বোধগম্য নয়। আপনি বুঝছেন তো আপনার ইচ্ছানুযায়ীই হোক" বলে পূর্ণ সমর্পণ করে দাও। কিন্তু পূর্ণ সমর্পণের জন্য পূর্ণ শ্রদ্ধা আর পূর্ণ বিশ্বাসের দরকার হয়। কারণ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস করা ছাড়া পূর্ণ সমর্পণ হতে পারে না। **ক্রমশঃ**

ফালাকাটায় অন্নপূর্ণা যোজনাকে কেন্দ্র করে মহিলাদের ব্যাপক উৎসাহ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

রবিবার ছুটির দিন হলেও ফালাকাটায় অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিতরণ ও সহায়তা শিবিরে ছিল ব্যাপক ভিড়। সকাল থেকেই প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে ফালাকাটা পুরসভা অফিসে ভিড় জমাতে দেখা যায় বহু মহিলাকে। মূলত ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পাওয়ার আশায় ফর্ম সংগ্রহ করতে পুরসভায় হাজির হন।এদিন পুরসভার কর্মীরা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের হাতে আবেদনপত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে, কোথায় জমা দিতে হবে এবং কোন কোন নথি প্রয়োজন-সেই বিষয়েও বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন। সকাল থেকেই পুরসভার কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় গোটা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আবেদনপত্র জমা পড়ার পর সেগুলি যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে। যাঁদের নথিপত্র ও আবেদন সঠিকভাবে সম্পূর্ণ থাকবে, তাঁরা শীঘ্রই এই প্রকল্পের আওতায় ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন।এই আর্থিক সহায়তার আশাতেই এদিন ফালাকাটা পুরসভা অফিসে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁরা আবেদনপত্র সংগ্রহ করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়।

ফলতা থানায় হিন্দু সুরক্ষা সমিতির শোভাযাত্রা ও ডেপুটেশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিনা বাধায় সনাতন ধর্ম সংস্কৃতি পালন ও হিন্দু সমাজের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা হিন্দু সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে আজ ফলতা থানায় এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দু-হাজারের বেশি মানুষ শিবানীপুর 'মুক্তকণ্ঠ' থেকে ফলতা থানা পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিঃমিঃ রাস্তা মোটর বাইক শোভাযাত্রায় অংশ নেন। বিগত ১৫ বছর ধরে জাহাঙ্গীর খান ও 'ভাইপো বাহিনী'র অত্যাচারে বহু দেবালয় অপবিত্র হয়েছে। এগুলো শুদ্ধিকরণ এবং এই অপরাধ মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি পাওয়া দরকার বলে মনে করেন হিন্দু সুরক্ষা সমিতির জেলা সম্পাদক বাপ্পাদিত্য মণ্ডল। এছাড়া মাদক বিক্রি ও নারী পাচার এবং আবাসিক হোটেল গুলিতে অনাচার রোধ করা,হিন্দু সমাজের রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান পালনে যাতে কোন অসুবিধা ও মা- বোনেদের নিরাপত্তা বিঘ্ন না হয়, এমনকি পূজার নামে কোন অশালীন কাজ না করা, বেআইনিভাবে মাইক ও ডিজে বাজানো,বেআইনি মাটি ব্যবসা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ জারি রাখা উচিত বলে বলে তিনি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে দাবি পত্র পেশ করেন।

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় 'সুখবর' দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, খুশিতে আত্মহারা সকলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাত পোহালেই শুরু। ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্যে চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা যোজনা । শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের এই জনদরদী প্রকল্পের মাধ্যমে মাসে মাসে ৩০০০ টাকা ভাতা পাবেন বাংলার 'যোগ্য' মা-বোনেরা। তবে এই প্রকল্প নিয়েই বেজায় চিন্তায় পড়েছেন সকলে।কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার এবং কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্থায়ী চাকরিজীবী বা পেনশনভোগীরা এর আওতায় আসবেন না। 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র থেকে বাদ রাখা হয়েছে রাজ্য সরকার অনুমোদিত শিক্ষক, অশিক্ষক, পুর ও পঞ্চায়েত কর্মীদের। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের স্থায়ী চাকরিতে রয়েছেন কিংবা নিয়মিত বেতন বা পেনশন পান এমন মহিলারা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। আয়করদাতা হলে এই প্রকল্পের সুবিধা মিলবে না।

পাশাপাশি মৃত ব্যক্তি বা এলাকা বদল করেছেন, ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে বা যাঁরা অনুপস্থিত ভোটার হিসেবে চিহ্নিত তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না বলে জানানো হয়েছে। কোনো 'অবৈধ' উপভোক্তা বা পুরুষদের অ্যাকাউন্টে যাতে এই অর্থ না যায়, সেই দিকে নজর রাখতে নজিরবিহীন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য ফর্ম ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে রাজ্য। শুরু করে গিয়েছে আবেদন প্রক্রিয়া। তবে সাধারণ মানুষের চিন্তা সেই ১১

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় 'সুখবর' দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, খুশিতে আত্মহারা সকলে

পাতার ফর্ম নিয়ে। আবেদনকারীর গুচ্ছ গুচ্ছ তথ্যের পাশাপাশি পরিবারের সকল সদস্যেরও তথ্য চাওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ফর্ম ফিল আপ করতেই হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ।

১১-১২ পাতার ফর্ম কীভাবে ফিলআপ হবে তা নিয়েই চিন্তায় সাধারণ মানুষ। এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্কের মাঝে এবার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাঁরা ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, তাঁদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, স্বয়ং সরকারের প্রতিনিধিরাই তাদের কাছে পৌঁছে যাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফর্ম সংক্রান্ত কোনও গুজবে কান দেওয়ার দরকার নেই। প্রকল্পের টাকা সকলেই পাবেন। শুভেন্দুবাবুর আশ্বাস, ''আগামী বুধবার আমরা অন্নপূর্ণা যোজনার প্রথম পর্যায়ের টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্কে পাঠাব। প্রত্যেকের বাড়িতে ফর্ম পূরণের জন্য লোক যাবে। আপনাদের ফর্ম তাঁরাই পূরণ করিয়ে দেবেন।' 'বিচলিত হবেন না, ফর্ম পূরণ করতে বাড়িতেই যাবে আমাদের লোক' জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

খগেনের বেলায় 'একটু লেগেছে', ভাইপোর বেলায়.! মমতার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমার সেদিন কত রক্তপাত হয়েছে গোটা রাজ্য দেখেছিল, আর মমতা আমাকে দেখার পরে বলেছিলেন সামান্য চোট লেগেছে।' অভিষেক-ইস্যুতে যখন উত্তাল গোটা রাজ্য তখন তৃণমূলকে অতীত মনে করালেন মালদহ উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। মনে করালেন কীভাবে সত্য দেখেও গোটা ঘটনাকে 'ছোট' করার চেষ্টা করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বিধানসভায় সই কেলেঙ্কারিতে অভিষেককে আবার সোমবারই ডেকে পাঠিয়েছে সিআইডি। তার আগে অন্য গন্ধ পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বলছেন, "আমার মনে হচ্ছে পুরোটাই প্ল্যান করে করা। হাসপাতালে ভর্তি হলে সোমবার তাঁকে যাতে সিআইডি-র কাছে যেতে না হয় তাই এই প্লয়ান করা হতে পারে। এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"২০২৫ সালের শেষে দুর্যোগকবলিত নাগরাকাটায় এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মালদহ উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বামনডাঙায় ঢোকার আগে শুরু হয়ে যায় তুমুল বিক্ষোভ। লাঠি, জুতো নিয়ে হামলা। পাথর নিয়ে ভেঙে ফেলা হয় গাড়ির কাচ। মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত ঝরতে থাকে খগেনেরও। আঘাত লাগে চোখে, মুখে। আঘাত পান শঙ্করও। ভর্তি থাকতে হয় হাসপাতালে। সেই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে বিস্তর তোলপাড় হলেও মমতা বলেছিলেন, 'এমন সিরিয়াস কিছু নয়'।

সেই প্রসঙ্গ তুলেই এখন খগেন মুর্মু বলছেন, "যখন আমার উপর হামলা হয়েছিল তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমাকে দেখতেও গিয়েছিলেন। দিদিমণি আমাকে দেখার পর বলেছিলেন কানের নিচে সামান্য একটু চোট লেগেছে। অনেক তথ্যও সামনে এনেছিলেন। আমি জানি না উনি ডাক্তার না অন্য কিছু। ওনার তো আবার সব ক্ষেত্রেই সার্টিফিকেট রয়েছে। সব বিষয়েই পারদর্শী। আমাকে নিয়ে বলেছিলেন আমার সুগার বেশি, ব্লাড প্রেসার বেশি। ওনার চোখটা সেদিন কী ছিল আমি জানি না। আমার চোট লাগার পর প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। উনি দেখেছিলেন আমার বাম দিকের চোখ বন্ধ হয়ে রয়েছে। হাড় ভেঙেছে। ডাক্তারদের রিপোর্টও দেখেছিলেন। তারপরেও বাইরে ওই কথাগুলো বলেছিলেন।"

এবার বছর ঘুরতেই বদলে গেল

এরপর ৪ পাতায়

ডুলুং নদী থেকে অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগে ট্রাক্টর চালক গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত বালি বোঝাই ট্রাক্টর

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

রাজ্য জুড়ে অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচারের বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর বিভিন্ন জেলায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। তারই জেরে এবার ঝাড়গ্রাম জেলায় অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগে বড়সড় পদক্ষেপ করল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের ভান্ডারডিহা এলাকায় ডুলুং নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে এক ট্রাক্টর চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বালি বোঝাই একটি ট্রাক্টর।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডলের নেতৃত্বে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায়।অভিযানের সময় ডুলুং নদী থেকে অবৈধভাবে বালি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে একটি ট্রাক্টর আটক করা হয়। ট্রাক্টরটিতে বালি বোঝাই ছিল বলে জানা গিয়েছে। ট্রাক্টর চালকের কাছে বৈধ কোন কাগজপত্র অর্থাৎ বালি তোলার অনুমতি পত্র (সিও) না থাকায় তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ধৃত ট্রাক্টর চালকের নাম উজ্জ্বল দণ্ডপাট (৪৮)। তাঁর বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত রামপুরা গ্রামে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ধারায় মামলা রুজু করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে শুনানির পর মহামান্য বিচারক জামিনের শর্তে অভিযুক্তকে মুক্তি দেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচার রোধে আগামী দিনেও পুলিশের অভিযান এবং নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

সম্পাদকীয়

হুগলির পান্ডুয়া থেকে গ্রেফতার জাহাঙ্গির ও তার ৩ সঙ্গী

জাহাঙ্গির খানের নামে সরগরম ছিল বিধানসভা নির্বাচন। ফলতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডানহাত ভোট লড়াই থেকে সরে গিয়ে এখন বেপাত্তা। তৃণমূলের ওই প্রার্থীকে খুঁজছে পুলিস। তার সন্ত্রাসের করাণেই ফলতায় পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয় কমিশন। আর সেই ভোটে রেকর্ড ভোটে জিতেছে বিজেপি। পুলিসের বিরুদ্ধে বাগি হয়ে যে জাহাঙ্গির বলেছিল 'পুস্পা' ঝুকেগা নেহি সেই পুস্পা এখন ভিজে বেড়াল হয়ে গিয়েছে।পুলিসি জেরায় ধৃতরা স্বীকার করেছে, ডাকাতির উদ্দেশেই তারা জড়ো হয়েছিল। পুলিস ধৃতদের থেকে একটি দেশি বন্দুক এবং এক রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করে। এর পাশাপাশি একটি শাবল, একটি লোহার রড এবং একটি চপার উদ্ধার করে। ধৃত মহম্মদ জাহাঙ্গির এর বিরুদ্ধে একাধিক থানায় বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে বলেও জানায় পুলিস। আজ রবিবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পাঠায় পান্ডুয়া থানার পুলিস।এদিকে, হুগলি থেকে গ্রেফতার জাহাঙ্গির খান। তাকে পাকড়াও করেছে পান্ডুয়া থানার পুলিস। তবে এই জাহাঙ্গির ফলতার জাহাঙ্গির নয়। ইনি মহম্মদ জাহাঙ্গির। বাড়ি পান্ডুয়ার বালিহাট্টায়। পেশায় দাগী অপরাধী। তার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।

পুলিস সূত্রে খবর, শনিবার রাতে পান্ডুয়ার বোসো এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, শনিবার রাতে নিয়ালার বোসো এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশে জড়ো হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পান্ডুয়া থানার পুলিস সেখানে হানা দেয়। গ্রেফতার হয় মহম্মদ জাহাঙ্গির, তার ছেলে সেলিম। এছাড়াও গ্রেফতার হয়েছে তাদের সাকরেদ শেখ ভোম্বল, শেখ রাজু, শেখ সাদ্দাম। বাকিরা চম্পট দেয়। বহুদিন ধরে জাহাঙ্গিরের খোঁজ চলছিল।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বাইশতম পর্ব)

হিসেবে এমন বাসর ঘর তৈরি করেন যা সাপের পক্ষে ছিদ্র করা সম্ভব নয়।কিন্তু সকল সাবধানতা স্বত্ত্বেও মনসা তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমর্থ হয়। তার পাঠানো একটি সাপ লক্ষিন্দরকে হত্যা করে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে যারা সাপের দংশনে নিহত হত তাদের সৎকার প্রচলিত পদ্ধতিতে না করে তাদের মৃতদেহ ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হত এ আশায় যে ব্যক্তিটি হয়ত কোন অলৌকিক পদ্ধতিতে ফিরে আসবে। বেহুলা সবার বাঁধা অগ্রাহ্য করে তার মৃত স্বামীর সাথে ভেলায় চড়ে বসে। তারা ছয় মাস ধরে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

খগেনের বেলায় 'একটু লেগেছে', ভাইপোর বেলায়..! মমতার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন

ছবিটা। সোনারপুরে নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তীব্র জনরোষে পড়লেন সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে দেখা মাত্রই উঠল চোর চোর স্লোগান। গায়ে ফাটল একের পর এক ডিম। খেলেন মার। শেষে মাথায় হেলমেট পরিয়ে তাঁকে বের করে আনল পুলিষ। হাসপাতালেও গেলেন। কিন্তু কেউ ভর্তি নিলেন না। ডাক্তাররা সাফ জানালেন, ভর্তির প্রয়োজন নেই। শুনে আবার ছুটে এসেছিলেন তাঁর পিসিও। বিজেপির অভিযোগ, বেলভিউ হাসপাতালে অভিষেককে ভর্তি করাতে চাপ দিয়েছেন খোদ মমতা। তার চোটপাটের ভিডিয়োও সামনে এনেছেন বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার।

মমতার ভূমিকা প্রশ্ন তুলছে বামেরাও। টেনে এনেছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেত্রী ঐশী ঘোষের উপর হামলার প্রসঙ্গও। সেই সময় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঐশী ঘোষের নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ''মাথায় একটা বাড়ি পড়েছে, তাতেই এত কথা, এত রাজনীতি!'' সেই কথা এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের মনে করিয়েছেন বাম নেতা শতরূপ ঘোষ।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূর্য দেবের প্রার্থনা শুনে শনি দেব কে মারার জন্য নন্দী ও বীরভদ্র কে পাঠালেন। এরা সবাই শনি দেবের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন । তখন শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই শনির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় নয়ন খুললেন । **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গোপীবল্লভপুরে গুলিকাণ্ডে ৯ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার ৩; তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের তৎপরতা ফের একবার সামনে এল গোপীবল্লভপুরের গুলিকাণ্ডের ঘটনায়। প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর দ্রুত তদন্তে নেমে মাত্র ৯ ঘণ্টার মধ্যে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি হামলায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। ধারাবাহিক অভিযান, প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ এবং দক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র উদঘাটন করতে সক্ষম হয় তদন্তকারী দল। পুলিশের এই দ্রুত সাফল্য এলাকাবাসীর মধ্যে আস্থা ও স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনের রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হন মদোনশোল গ্রামের বাসিন্দা আকুল সেনাপতি (৪৭)। তিনি তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী খামরি সেনাপতিকে আনতে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, আগে থেকেই মোটরবাইকে করে হাসপাতালের সামনে ওঁত পেতে ছিল দুই দুষ্কৃতী। আকুলবাবু সেখানে পৌঁছতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিটি তাঁর বুকের ডান দিকের বগলের কাছে লাগে। আচমকা গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে

শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গোলাম সারওয়ার, গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ এবং গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং। তাঁদের নেতৃত্বে শুরু হয় জোরদার তদন্ত। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা, বিভিন্ন সূত্র সংগ্রহ এবং প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করে অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হন তদন্তকারীরা। আহত আকুল সেনাপতির বোনের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গোপীবল্লভপুর থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। বিশেষ অভিযান চালিয়ে ঝাড়খণ্ডের পাচাণ্ড গ্রামের বাসিন্দা শীতল রানা (২২), গোপীবল্লভপুর থানার চাপাসোর গ্রামের বাসিন্দা গুরুপ্রসাদ দোলাই (২১) এবং মদোনশোল গ্রামের বাসিন্দা ত্রিনাথ দোলাই ওরফে রাজু দোলাই (২১)-কে গ্রেফতার করা হয়। ত্রিনাথকে মদোনশোল এলাকা থেকে এবং বাকি দুই অভিযুক্তকে খড়গপুর রেল স্টেশন চত্বর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র (কাট্টা) এবং তিনটি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শনিবার তিন অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক তাঁদের চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এরপর তদন্তের স্বার্থে রবিবার দুপুরে গোপীবল্লভপুর থানার আই.সি অজয় কুমার সিং-এর নেতৃত্বে তদন্তকারী অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর শেখ সরফরাজ নাওয়াজ ধৃত দুজন অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। সেখানে অভিযুক্তদের উপস্থিতিতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ (রেকনস্ট্রাকশন) করে তদন্ত চালানো হয়। হামলার সময় অভিযুক্তদের অবস্থান, চলাচলের পথ, গুলি চালানোর স্থান এবং ঘটনার ক্রম খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। গোপীবল্লভপুর থানার আই.সি অজয় কুমার সিং নিজেও সরেজমিনে উপস্থিত থেকে তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পুলিশের মতে, এই পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ঘটনার নেপথ্যের কারণ এবং অপরাধে অন্য কারও জড়িত থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে পূর্ব শত্রুতার বিষয়টি সামনে এসেছে। তবে হামলার প্রকৃত কারণ এবং এই ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের মতে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসছে। দ্রুত তদন্ত, অভিযুক্তদের গ্রেফতার, অস্ত্র উদ্ধার এবং ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ যে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, তা এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। বর্তমানে আহত আকুল সেনাপতির শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন চিকিৎসকেরা। ঘটনার তদন্ত এখনও অব্যাহত রয়েছে। গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের দ্রুত তৎপরতা, দক্ষ তদন্ত এবং অল্প সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাঁদের মতে, পুলিশের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলেই এত দ্রুত মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন ৯০ কোটি ‘আভা’ অ্যাকাউন্টের এক মাইলফলক অতিক্রম করল

(শেষ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ত্রিপুরা এবং তেলেঙ্গানাও ৭৫ শতাংশের বেশি আভার ব্যাপ্তি বেড়েছে।

এই সাফল্য ভারতের ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণেরও প্রতিফলন। মোট আভা-র প্রায় অর্ধেকই নারীদের। মোট আভা ধারকদের মধ্যে তাঁদের হার ৪৯.৭৫%। এটি নারীদের, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার নারীদের, তাঁদের স্বাস্থ্য তথ্যাবলিতে নিরাপদ ডিজিটাল প্রবেশাধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর আওতাভুক্ত রয়েছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, টিকাদান কর্মসূচি এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা।

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারদের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমেই ৯০ কোটিরও বেশি 'আভা' তৈরির বিষয়টি সম্ভব হয়েছে। এবিডিএম-ভিত্তিক স্বাস্থ্য-প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম, হাসপাতাল, রোগনির্ণয় কেন্দ্র (ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি), বিমা সংস্থা এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য অ্যাপ্লিকেশনগুলো একাধিক চ্যানেলের মাধ্যমে আভা তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রসারিত করতে এবং নাগরিকদের কাছে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সহজলভ্য করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সমগ্র দেশজুড়ে একটি শক্তিশালী এবং আন্তঃপরিচালন ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবিডিএম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট, হেলথকেয়ার প্রফেশনালস রেজিস্ট্রি, হেলথ ফ্যাসিলিটি রেজিস্ট্রি, হেলথ ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কনসেন্ট ম্যানেজার, ইউনিফাইড হেলথ ইন্টারফেস এবং ন্যাশনাল হেলথ ক্লেমস এক্সচেঞ্জ-এর মতো মূল ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার উপাদানগুলোর মাধ্যমে, এই মিশনটি সমগ্র স্বাস্থ্যসেবা ইকোসিস্টেম জুড়ে স্বাস্থ্য তথ্যের নিরাপদ, সম্মতি-ভিত্তিক এবং আন্তঃপরিচালন-সক্ষম আদান-প্রদান নিশ্চিত করে।

নাগরিকদের জন্য, 'আভা' বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও অ্যাপ্লিকেশন থেকে তৈরি হওয়া স্বাস্থ্য নথিপত্রগুলোকে ডিজিটালভাবে সংযুক্ত করার সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে শারীরিক চিকিৎসা নথিপত্র বহন করার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে ও সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে স্বাস্থ্য তথ্য নিরাপদে আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। এটি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং সুবিধাকে উন্নত করার পাশাপাশি চিকিৎসার ধারাবাহিকতাকেও জোরদার করে।

এবিডিএম-এর গ্রহণ ও ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করতে এবং দেশের সকল নাগরিক যেন একটি বিশ্বস্ত, আন্তঃপরিচালন-সক্ষম ও ডিজিটাল-সক্ষম স্বাস্থ্যসেবা ইকোসিস্টেমের সুফল ভোগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি সমস্ত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ইকোসিস্টেমের অংশীদারদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে।

(১ম পাতার পর)

হামলার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পদক্ষেপ, অভিষেককে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

নিরাপত্তাও সরিয়ে নেওয়া হয়। তখন সরকারের তরফে বলা হয়েছিল, একজন সাংসদ হিসেবে যতটা নিরাপত্তা প্রয়োজন, ততটাই তাঁকে দেওয়া হবে।

এরপর থেকে দু'জন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে চলাফেরা করছিলেন অভিষেক। শুক্রবার সোনারপুরে এক মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন তিনি। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ঘটনার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, হামলাটি অত্যন্ত গুরুতর ছিল এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত। তাঁর দাবি, স্থানীয় কয়েকজন যুবক সাহায্য না করলে বড় বিপদ ঘটার আশঙ্কা ছিল।

আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে থাকছে চমক? মন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে কারা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শপথ গ্রহণের তিন সপ্তাহ পর আগামিকাল সম্প্রসারিত হতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রিসভা। প্রথম দফায় শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ছাড়া ৫ জন। এবার মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন ৩৬ বিধায়ক। সূত্রে খবর, রাজ্য মন্ত্রিসভা হতে চলেছে ৪২ জনের। নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে লোকভবনে।উল্লেখ্য, প্রথম দফায় শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর এবং প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পালকে দেওয়া হয় নারী ও শিশুকল্যাণ, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নিশীথ প্রামাণিককে, খাদ্য দফতর দেওয়া হয়েছে অশোক কীর্তনীয়াকে । অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী হয়েছিল ক্ষুদিরাম টুডু।বিজেপি সূত্রে খবর, এবার মন্ত্রিসভায় থাকতে পারে বেশকিছু চমক। তবে মন্ত্রী হওয়ার দৌড়ের লাস্ট ল্যাপে এগিয়ে কারা, তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মন্ত্রিত্বের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন তাপস রায়, সজল ঘোষ, গৌরী শংকর ঘোষ, দীপক বর্মন, জুয়েল মুর্মু, স্বপন দাসগুপ্ত, সারদ্বত মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল খান, শংকর ঘোষ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অর্জুন সিং, রাজেশ কুমার, সোমা ঠাকুর, মালতি রাভা রায়, উৎপল মহারাজ ও রত্ন দেবনাথ রয়েছেন।

যেসব বিধায়কদের নাম উঠে আসছে তাদের অধিকাংশই বঙ্গ রাজনীতিতে পরিচিত নাম। উত্তর থেকে দক্ষিণ, সব জায়গার বিধায়করাই রয়েছেন তালিকায়। বিজেপির বক্তব্যই ছিল উত্তরবঙ্গকে এবার গুরুত্ব দেওয়া হবে। ফলে এবার উত্তরবঙ্গ থেকে কয়েকজন মন্ত্রী হতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, এবার ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন স্বপন দাসগুপ্ত, সারদ্বত মুখোপাধ্যায়, রত্ন দেবনাথের মতো প্রার্থীরা। গুঞ্জন রয়েছে স্বপন দাসগুপ্তকে শিক্ষার মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। আরজি করের নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথকে এবার প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তিনি জিতেছেন। তাঁকে এবার মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়া হয় কিনা সেটাই এখন দেখার। এবার ভোটে জিতেছেন বিনোদন জগতের কয়েকজন। এদের মধ্যে দু-একজন বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন বেশকিছু দিন থেকেই। ফলে রুদ্রনীল ঘোষের মতো বিধায়ককে মন্ত্রী করা হয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

সিনেমার খবর

আলোকচিত্রীকে ধাক্কা: গোবিন্দের ক্ষমা চাওয়ার খবরকে 'ভুয়া' বললেন ম্যানেজার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একটি অনুষ্ঠানে আলোকচিত্রীর (পাপারাজ্জি) সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের বাগবিতণ্ডার জেরে বলিউড অভিনেতা গোবিন্দের ক্ষমা চাওয়ার একটি ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেতার ম্যানেজার শশী সিনহা। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে গোবিন্দ ওই পাপারাজ্জির কাছে মোটেও ক্ষমা চাননি, কারণ সেখানে অভিনেতার কোনো ভুল ছিল না।

সম্প্রতি 'মিসেস ইন্ডিয়া কুইন পেহচান মেরি সিজন ৪' নামক একটি বিউটি পেজেন্টের গ্র্যান্ড ফিনালেতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দ। অনুষ্ঠান শেষে তিনি যখন ভেন্যু থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন ভক্ত ও পাপারাজ্জিদের ভিড় জমে যায়। ভিড় সামলাতে গিয়ে গোবিন্দের এক নিরাপত্তারক্ষী সোহেল ফিদাই নামের এক ভিডিও সাংবাদিককে ধাক্কা দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে তীব্র তর্কাতর্কি শুরু হয়, যা একপর্যায়ে সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার আগেই গোবিন্দ নিজে এগিয়ে আসেন এবং উভয়পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, গোবিন্দ তার নিরাপত্তারক্ষীকে উদ্দেশ করে বলছেন যে ওই আলোকচিত্রী তার 'বন্ধু'। এরপর তিনি সবাইকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানান, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ প্রশংসিত হয়।

তবে এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য তুলে ধরে গোবিন্দের ম্যানেজার শশী সিনহা একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, সেখানে গোবিন্দের কোনো দোষ ছিল না, তাই তার ক্ষমা চাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। গোবিন্দ একটি নির্ধারিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, অথচ পাপারাজ্জিরা একটি নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত এলাকায় তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নিরাপত্তারক্ষীরা কেবল তাদের দায়িত্ব পালন করছিলেন মাত্র। তিনি আরও যোগ করেন, ভিড়ের মধ্যে কার কী পরিচয় তা সব সময় নিরাপত্তারক্ষীদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। তারা শুধু দায়িত্বের খাতিরেই সেখানে বাধা দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে, ভুক্তভোগী ভিডিও সাংবাদিক সোহেল ফিদাই জানিয়েছেন, নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ধাক্কা দেওয়ায় এই ঝামেলার সূত্রপাত হয়েছিল। তবে অভিনেতা গোবিন্দের আচরণ নিয়ে তার কোনো ক্ষোভ নেই। তিনি জানান, গোবিন্দ ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত নম্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেছেন এবং পুরো ঘটনার পর গাড়িতে ওঠার আগে তাকে একটি সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন।

'দেশু ৭' সিনেমার শুটিংয়ে অনির্বাণ, যা বললেন দেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি টালিউডে 'ব্যান কালচার' নির্মূল করতে 'বম্বাদা'খ্যাত বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে দেবের দেওয়া '৭২ ঘণ্টা চ্যালেঞ্জ' ঘিরে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবিতে যখন আর্টিস্ট ফোরাম উত্তাল, ঠিক তখনই দেবের এমন অবস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন 'বম্বাদা'। প্রসেনজিৎ পালটা প্রশ্ন তুলেছিলেন পাবলিক ফোরামে— এ ধরনের চ্যালেঞ্জের যৌক্তিকতা নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত টালিপাড়ার অন্দরের রাজনীতি আর অসহযোগিতা কিংবা তথাকথিত 'ব্যান কালচার' কোনো কিছুই আর দমাতে পারল না মেগাস্টার দেবকে। সব বাধা উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে অভিনেতা শুরু করলেন তার নতুন সিনেমা 'দেশু ৭'-এর শুটিং। আর এ যাত্রায় তার সারথি হিসেবে পাশে আছেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের পর বাংলার রাজনীতির পাশাপাশি টালিউডের অন্দরেও ক্ষমতার রদবদল ঘটেছে। পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায় এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা যখন নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, ঠিক তখনই সেই পালাবদলের আবহেই নিজের প্রোডাকশনের কাজ শুরু করলেন দেব।

'রঘু ডাকাত' সিনেমায় অনির্বাণের অনবদ্য পারফরম্যান্সের পর থেকেই দেবের লক্ষ্য ছিল, তার পরবর্তী প্রজেক্টে এ অভিনেতাকে রাখা হবে। যদিও ইন্ডাস্ট্রির একটি বড় অংশ এ জুটিকে রুখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দেব ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল। তিনি ঠিকই শুটিংয়ে নামিয়ে দিলেন। প্রিয় অভিনেতার পর্দায় প্রত্যাবর্তন নিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝেও বইছে উচ্ছ্বাসের জোয়ার।

টিম 'দেশু ৭' নিয়ে শুটিং ফ্লোরে নেমে পড়েছেন দেব। সামাজিক মাধ্যমে অনির্বাণের উপস্থিতি সিলমোহর দিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন দেব।

সেই পোস্টে অভিনেতা লিখেছেন— 'শুটিং মোড অন'। ইন্ডাস্ট্রির জটিল সমীকরণে যখন অনির্বাণের মতো অভিনেতাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, ঠিক তখনই দেবের এই সাহসী পদক্ষেপ টালিউডে নতুন করে 'রাজার রাজা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।

আলিয়াকে ট্রল করা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ আমিশার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসবের রেড কার্পেটে হাঁটার সময় পাপারাজ্জিরা বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটকে 'উপেক্ষা' করেছেন বলে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের একাংশের দাবি। এ ঘটনায় ট্রলিংয়ের শিকার হন অভিনেত্রী। যদিও অনেকেই আলিয়া ভাটকে সমর্থন করেছেন। এবার অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়ালেন আরেক অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেল। তারকাদের ট্রলিং করা নিয়ে সমালোচনা করেছেন তিনি।

রোববার (১৭ মে) সামাজিক মাধ্যম এক্সে ঐক্যের অভাব নিয়ে একটি পোস্ট শেয়ার করেন আমিশা প্যাটেল। সেই পোস্টে অভিনেত্রী লিখেছেন— সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের ভারতীয় মানসিকতাই এখন অন্যদের হেয় করার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমরা নিজেদের এক জাতি এবং ঐক্যবদ্ধ বলি— কিন্তু আমরা কি আসলেই তাই?

সামাজিক মাধ্যমে ভারতীয় অভিনেতাদের টার্গেট করা হয় উল্লেখ করে আমিশা প্যাটেল বলেন, হলিউড তারকারা তাদের দেশে নিজেদের মানুষের দ্বারা যতটা ট্রলড হন, তার থেকেও বেশি ট্রলড হন ভারতের অভিনেতারা আমাদের নিজেদের মানুষের কাছ থেকে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক!

তিনি বলেন, বড় কোনো অনুষ্ঠানে একজন ভারতীয় তারকার চেহারা বা পোশাক যাই হোক না কেন, দুঃখজনকভাবে তারা নিজেদের মানুষেরই টার্গেটে পরিণত হন, কী লজ্জার কথা!

আমিশা প্যাটেলের পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পরপরই বেশ কিছু ভক্ত-অনুরাগী বুঝতে পারেন, আমিশা সম্ভবত কান উৎসবে অংশগ্রহণের পর আলিয়া ভাটের ট্রল হওয়ার ঘটনাটির কথাই উল্লেখ করেছেন।

এর আগে আলিয়া ভাট যখন সামাজিক মাধ্যমে তার কান চলচ্চিত্র উৎসবের একটি লুক পোস্ট করেছিলেন, ঠিক সেই সময় এক নেটিজেন একটি হাসির ইমোজিসহ মন্তব্য করেছিলেন— 'কী দুঃখের কথা, আপনাকে কেউ খেয়ালই করেনি।'

তবে আলিয়া ভাট মার্জিতভাবে সেই মন্তব্যের জবাব দেন এবং লিখেছিলেন—'দুঃখ কেন ডিয়ার? আপনি তো আমাকে খেয়াল করেছেন।' তার এই উত্তরটি দ্রুত ভাইরাল হলে অনেকেই ট্রলিং সামলানোর জন্য অভিনেত্রীর প্রশংসা করেন।

অন্যদিকে আলিয়া ভাটের মা সোনি রাজদানও তার মেয়েকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেতিবাচকতার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। নিজের ভাবনা প্রকাশ করে এক পোস্টে সোনি রাজদান লিখেছেন— 'সোশ্যাল মিডিয়া অনেক কিছুতে পরিপূর্ণ, ভালোবাসা, তথ্য, বিনোদন এবং... প্রচুর ঘৃণা। আর অন্য সব কিছুর চেয়ে বড় কথা হলো— এটি সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু প্রকাশ করে। এর ফলে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হতে পারে এবং আগামী বহু বছর ধরে তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা চলতে পারে।

দীর্ঘ ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে স্কটল্যান্ডের দল ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ২৮ বছর পর আবারও বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরছে স্কটল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন প্রধান কোচ স্টিভ ক্লার্ক।

স্কটল্যান্ডের কোচ হিসেবে এটি ক্লার্কের তৃতীয় বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ভালো পারফরম্যান্স করা ফুটবলারদেরই এবার দলে রাখা হয়েছে।

দলে অভিজ্ঞতার ছাপ রেখেছেন ৪৩ বছর বয়সী গোলরক্ষক ক্রেগ গর্ডন। ক্লাব ফুটবলে নিয়মিত না খেললেও জায়গা পেয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে আছেন অ্যাঙ্গাস গান ও লিয়াম কেলি।

রক্ষণভাগে নেতৃত্ব দেবেন অধিনায়ক অ্যান্ডি রবার্টসন। এছাড়া দলে রয়েছেন কিয়েরান টিয়ার্নি, অ্যান্থনি রালস্টন ও ডম হায়াম।

মিডফিল্ডে প্রত্যাশিতভাবেই জায়গা পেয়েছেন নাপোলিতে খেলা স্কট ম্যাকটমিনে। তার সঙ্গে আছেন জন ম্যাকগিন ও কেনি ম্যাকলিন।

আগামী ১৪ জুন বোস্টনে হাইতির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে স্কটল্যান্ড। 'সি' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ ব্রাজিল ও মরক্কো।

স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল

গোলকিপার: ক্রেগ গর্ডন, অ্যাঙ্গাস গান, লিয়াম কেলি।

ডিফেন্ডার: গ্র্যান্ট হ্যানলি, জ্যাক হেন্ড্রি, অ্যারন হিকি, ডম হায়াম, স্কট ম্যাককেনা, নাথান প্যাটারসন, অ্যান্থনি রালস্টন, অ্যান্ডি রবার্টসন, জন সাউটার, কিয়েরান টিয়ার্নি।

মিডফিল্ডার: রায়ান ক্রিস্টি, ফিন্ডলে কার্টিস, লুইস ফার্গুসন, বেন গ্যানন-ডোক, বিলি গিলমোর, জন ম্যাকগিন, কেনি ম্যাকলিন, স্কট ম্যাকটমিনে।

ফরোয়ার্ড: চে অ্যাডামস, লিন্ডন ডাইকস, জর্জ হার্স্ট, লরেন্স শ্যাঙ্কল্যান্ড, রস স্টুয়ার্ট।

তারকাখচিত দল ঘোষণা করলো আর্জেন্টিনার গ্রুপসঙ্গী অস্ট্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ফিরছে অস্ট্রিয়া। বিশ্বকাপ সামনে রেখেই ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন দলটির কোচ রালফ রাংনিক।

কোচ রালফ রাংনিক ঘোষিত দলে অভিজ্ঞতা ও ইউরোপের শীর্ষ লিগে খেলা ফুটবলারদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দলে সবচেয়ে পরিচিত মুখ রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার ডেভিড আলাবা।

এছাড়াও দলে আছেন রেড স্টার বেলগ্রেড ফরোয়ার্ড মার্কো আরনাইতোভিচও। ৩৭ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার অস্ট্রিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল (৪৭) এবং সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (১৩২) খেলেছেন।

এছাড়া টটেনহাম ডিফেন্ডার কেভিন ডানসো, বায়ার্ন মিউনিখ মিডফিল্ডার কনরাড লাইমার, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড মিডফিল্ডার মার্সেল সাবিটজার ও আরবি লাইপজিগ মিডফিল্ডার ক্রিস্টোফ বাউমগার্টনারও অস্ট্রিয়ার বিশ্বকাপ দলে আছেন। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ বিশ্বকাপে খেলা অস্ট্রিয়া এবার খেলবে নিজেদের অষ্টম আসর।

প্রায় তিন দশক পর বিশ্বকাপে ফিরে গ্রুপ পর্বে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলবে অস্ট্রিয়া। ২২ জুন ম্যাচটি হবে টেক্সাসে। তার আগে ১৭ জুন 'জে' গ্রুপের প্রথম ম্যাচে নবাগত জর্ডানের মুখোমুখি হবে অস্ট্রিয়া। গ্রুপের শেষ ম্যাচ ২৭ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে।

অস্ট্রিয়ার বিশ্বকাপ স্কোয়াড

গোলকিপার: প্যাট্রিক পেন্টজ, আলেকজান্ডার শ্লেগার, ফ্লোরিয়ান উইগেল।

ডিফেন্ডার: ডেভিড আফেনগ্রুবার, ডেভিড আলাবা, কেভিন ডানসো, মার্কো ফ্রিডল, ফিলিপ লিনহার্ট, ফিলিপ ম্যুইনে, স্টেফান পশ, আলেকজান্ডার প্রাস, মাইকেল স্ভোবোদা।

মিডফিল্ডার: ক্রিস্টোফ বাউমগার্টনার, কার্নি চুকুয়েমেকা, ফ্লোরিয়ান গ্রিলিচ, কনরাড লাইমার, মার্সেল সাবিটজার, জাভার শ্লেগার, রোমানো শ্মিড, আলেসান্দ্রো শপ, নিকোলাস সিওয়াল্ড, পল ওয়ানার, প্যাট্রিক উইমার।

ফরোয়ার্ড: মার্কো আরনাউতোভিচ, মাইকেল গ্রেগোরিচ, সাশা কালাইজিচ।

বিশ্বকাপের জন্য পর্তুগালের শক্তিশালী দল ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তার ক্যারিয়ারের সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই, শেষবারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি জয় করা। বর্তমানে ৪১ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হলেও বিশ্বকাপ শিরোপা এখনো তার ক্যারিয়ারের বড় অপূর্ণতা।

২০০৬ সালে প্রথম বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল ছিল তার সর্বোচ্চ সাফল্য। এরপর আর কখনো কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি পার হতে পারেননি তিনি।

পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ ২৭ সদস্যের শক্তিশালী স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন। দলে অতিরিক্ত একজন গোলরক্ষকও রাখা হয়েছে। বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই ফিট থাকলেও কিছু খেলোয়াড় সামান্য ইনজুরিতে ছিলেন।

রোনালদোর পাশাপাশি এবার দলের প্রধান তারকা হিসেবে ধরা হচ্ছে ব্রুনো ফার্নান্দেসকে। মধ্যমাঠে ভিতিনিয়া ও জোয়াও নেভেস এবং রক্ষণভাগে নুনো মেন্ডেস দলের শক্তি বাড়িয়েছে।

আক্রমণভাগে নজর থাকবে জোয়াও ফেলিক্স এবং রাফায়েল লেওর পারফরম্যান্সে।

পর্তুগালের বিশ্বকাপ দল

গোলকিপার: দিয়োগো কস্তা, জোসে সা, রুই সিলভা, রিকার্ডো ভেলো

ডিফেন্ডার: টোমাস আরাউজো, জোয়াও ক্যানসেলো, দিয়োগো ডালোট, রুবেন দিয়াস, গনসালো ইনাসিও, নুনো মেন্ডেস, মাতেউস নুনেস, নেলসন সেমেদো, রেনাতো ভেইগা

মিডফিল্ডার: সামু কোস্তা, ব্রুনো ফার্নান্দেস, জোয়াও নেভেস, রুবেন নেভেস, বের্নার্দো সিলভা, ভিতিনহা

ফরোয়ার্ড: ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও, জোয়াও ফেলিক্স, গনসালো গেদেস, রাফায়েল লেও, পেদ্রো নেতো, গনসালো রামোস, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও ফ্রান্সিসকো ট্রিনকাও।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR